গো-খাদ্য হিসেবে চিটাগুড়ের ব্যবহার

ভূমিকা

মোলাসেস বা চিটাগুড় সুগার মিলের একটি উপজাত হিসেবে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতিবছর এক লক্ষ টন মোলাসেস বিভিন্ন সুগার মিল থেকে উপজাত হিসেবে পাওয়া গেলেও এর খুব নগণ্য অংশই গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। যদিও গো-খাদ্য হিসেবে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশি। মজার ব্যাপার হলো এত গুণগত মান এবং উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও শুধু মোলাসেস গরুকে খাওয়ানো ঝুঁকিপূর্ণ। মোলাসেস গরুকে খাওয়াতে হলে কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার পড়ে। বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সেই নিরীক্ষা ও গবেষণার কাজ সমাপ্তপূর্বক নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে মোলাসেস গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের সুপারিশ করছে।

মোলাসেস খাওয়ানোর নিয়মাবলি

- শুকানো খড়ের সাথে ১৫-২০% মোলাসেস ও ৩% ইউরিয়া পানি দ্বারা ভালোভাবে মিশিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউ এম এস) তৈরি করে যে কোনো বয়সের গরুকে যত ইচ্ছা পরিমাণ খাওয়ানো যায়। এতে বিষক্রিয়া হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

- সবুজ ঘাস ডাল (লিগুম) বা অডাল (নন লিগুম) জাতীয় অথবা চাষ করা উন্নত বা দেশীয় জাতের যে কোনো ধরনের ঘাসের সাথে ১০% পর্যন্ত মোলাসেস মিশিয়ে খাওয়ালে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ডাল ঘাস অথবা অডাল জাতীয় ঘাসে মোলাসেস মিশিয়ে দিলে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়।

- যে কোনো ধরনের সবুজ ঘাস বা ভুট্টার ফল সংগ্রহের পর সংরক্ষণ করার জন্য ৩-৫% মোলাসেস প্রিজারভেটিভ্স হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উক্ত পরিমাণ মোলাসেস দিয়ে মাটির গর্তেও সাইলেজ পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।

- দানাদার খাদ্যের পিলেট তৈরি করার জন্য ৪-৫% মোলাসেস ব্যবহার করা যায়। হাঁস-মুরগির খাদ্যেও ৩-৫% পর্যন্ত মোলাসেস ব্যবহার করা যায়।

মোলাসেস / চিটাগুড় ব্যবহারের উপকারী দিক

- বাংলাদেশে মোলাসেস একমাত্র গো-খাদ্য যার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে পরিপাচ্য শক্তি বিদ্যমান। শুধু তাই নয় এতে খনিজ পদার্থের পরিমাণও বেশি। বিশেষ করে ক্যালসিয়াম, যা অন্যান্য দানাদার গো-খাদ্যে কম পরিমাণে থাকে।

খড়ের সাথে মোলাসেস খাওয়ালে গবাদিপশু থেকে মিথেন উৎপাদন কমপক্ষে ৩০-৩৫% কমে যায় যা পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক ঃ ড. খান শহীদুল হক ও ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার